গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৩৭.১১-০৩

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ / ২০ পৌষ ১৪২৩

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু খন্দকার গোলাম মোস্তফা (পরিচিতি নম্বর ০০৫৪০১), নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ/সম্পত্তির মালিক হওয়া, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আয় করার এবং ভবিষ্যতে দুর্নীতি করবেন না মর্মে শপথপূর্বক স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৩.১১.২০০৮ তারিখে ২১৩ নম্বর চালানের মাধ্যমে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন;

এবং

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমনকারী কর্মকর্তাদের নথিপত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। অতপর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে স্বপ্রণোদিত হয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন ও উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত আছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে বলে আইন ও বিচার বিভাগ মতামত প্রদান করে। একইভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১২.০৪.২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ:৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে মার্জনা প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিষ্পত্তি করায় কোন বাঁধা নেই ;

এবং

যেহেতু তদপ্রেক্ষিতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা-এর উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত অপরাধ হওয়ায় তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ;

এবং

যেহেতু বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় খন্দকার গোলাম মোস্তফা বিভাগীয় মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ৮১৩/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তিতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। এ পরিস্থিতিতে সরকার রিট পিটিশন নম্বর ৮১৩/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শুনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সাথে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-৮১৩/২০১২ তে প্রদত্ত Rule গত ৩০.০১.২০১৪ তারিখ খারিজ করে এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়লাভ করে। এ অবস্থায় খন্দকার গোলাম মোস্তফা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে Civil Miscellaneous Petition No.৪৮/২০১৪ দায়ের করেন। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ৮(আট) সপ্তাহের Stay প্রদান করেন। পরবর্তীতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা এর পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ২১.১০.২০১৪ তারিখ পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন :

The Civil Miscellaneous Petition is dismissed as being withdrawn at the risk of the petitioner.

এবং

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

যেহেতু এ পরিস্থিতিতে জনাব খন্দকার গোলাম মোস্তফা-এর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি ২৪.১১.২০১৪ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব দাখিল করেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী গত ৩১.১২.২০১৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর সময় প্রদত্ত জবানবন্দি পর্যালোচনা করে গুরুদন্ড প্রদানের অনুকূলে পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় গত ১২.০১.২০১৫ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৭.০২.২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এবং

যেহেতু তদ্‌প্রেক্ষিতে খন্দকার গোলাম মোস্তফা-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গত ১৬.০৩.২০১৫ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩০.০৩.২০১৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী অসদাচরণের জন্য যে কোন দন্ড [বিধি-৪(৫)(সি)] এবং দুর্নীতির জন্য নিম্নোক্ত যে কোন একটি গুরুদন্ড প্রদানের বিধান রয়েছে [বিধি-৪(৫)(ই)]:

- বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement);
- চাকরি হইতে অপসারণ (Removal from service);
- চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service);

এবং

যেহেতু বিভাগীয় মামলার তদন্তে উভয় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (compulsory retirement) এর গুরুদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খন্দকার গোলাম মোস্তফা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) এর গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়;

এবং

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় ২১.০৭.২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০. ০০.০৭.২০১৬.২৩১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory retirement) প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে;

এবং

যেহেতু খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতার" অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(৩)(বি) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসরদান" (Compulsory retirement) গুরুদন্ড আরোপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের নিমিত্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে সার-সংক্ষেপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় উৎসে ফেরত প্রদান করা হয়;

এবং

সেহেতু এক্ষণে, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকাএর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

০৩.০৩.২০১৭

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)
সচিব

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য

নম্বর ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৩৭.১১-০৩/১(১৪)

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ / ২০ পৌষ ১৪২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪. সিনিয়র সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
০৫. সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
০৬. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৭. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটির সংক্ষিপ্ত সার PDS-এ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হল)**
০৮. যুগ্মসচিব (সজস গেজেটেড ও ঢাকা বিআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হল)**
০৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ এবং প্রকাশিত গেজেটের ৫ (পাঁচ) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল)**
১২. জনাব খন্দকার গোলাম মোস্তফা, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)**
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

(যাহিদা খানম)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫১৩৬৮৮